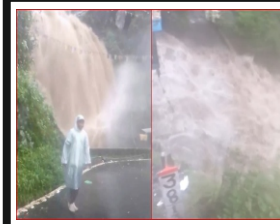




ইংরেজ আমলে
আসতেন স্বাধীনতা
সংগ্রামীরা



দুর্গাপুজোকে
রাজনীতি মুক্ত করার
ডাক শমীকের



আগামী ৭ দিন
ভারী বৃষ্টি
ধসের আশঙ্কা



সাংসদ পদ
থেকে ইস্তফা
কোয়েল মল্লিকের

দু'দিন পর মিলল কাটা মুণ্ড



সুপ্রভাত বাংলা: উদ্ধার হল নিখোঁজ থাকা কাটা মাথা এবং খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র। দ্বিতীয় 'লোহাগড় কাণ্ডের স্মৃতি উস্কে দেওয়া এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে উঠে এসেছে দীর্ঘ সাত বছরের পরকীয়া সম্পর্ক। প্রেমের সম্পর্কে বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় 10 বছরের বিবাহিত স্বামীকে ভিন রাজ্য থেকে ডেকে এনে খুনের অভিযোগ উঠেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় নিহতের স্ত্রী এবং তার প্রেমিক-সহ মোট পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে বাগডোগরা থানার পুলিশ। ধৃতদের বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক জামিনের আবেদন খারিজ করে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই বিষয়ে শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রেজা বলেন, "খুনের ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই খুন বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। সব খতিয়ে দেখা হচ্ছে।" উল্লেখ্য, গত মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমার বাগডোগরার হাঁসখোয়া চা-বাগানের ৯ নম্বর সেকশনে চা-পাতা তোলার সময় শ্রমিকরা একটি মুণ্ডহীন রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। খবর পেয়ে বাগডোগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। রাতভর তল্লাশি চালিয়েও নিহতের মাথার হদিশ মেলেনি। তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, মৃত ব্যক্তির নাম ইমাম। তিনি বিহারের কিষাণগঞ্জের বাসিন্দা এবং পেশায় তান্ত্রিক। শিলিগুড়িতে তাঁর শ্বশুরবাড়ি। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ মৃতের স্ত্রী মমিনা বেগম এবং তার প্রেমিক বাগডোগরার বাসিন্দা সুদীপ পালকে গ্রেফতার করে। এছাড়াও সুদীপের দুই ভাগ্নে নিতাই পাল ও বাপি পাল এবং তাদের বন্ধু কৌশিক নাথকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে অবশেষে নিখোঁজ মাথার সন্ধান পায় পুলিশ। অভিযুক্তদের সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে দেহ উদ্ধারের জায়গা থেকে প্রায় 5 কিলোমিটার দূরে ফাঁসি দেওয়ার তাওয়াজাতের মুসিবাড়ি গ্রামের একটি প্রাচীর দিয়ে ঘেরা পরিত্যক্ত জায়গা থেকে নিহত ইমামের কাটা মাথা ও খুনে ব্যবহৃত ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, নিহত ইমামের স্ত্রী মমিনা বেগমের সঙ্গে সুদীপ পালের গত সাত বছর ধরে বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক ছিল। তাদের এই পরকীয়া সম্পর্কে ইমাম বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় তাঁকে পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার ছক কষে মমিনা ও সুদীপ। পরিকল্পনা সফল করতে সুদীপ তার দুই ভাগ্নে ও ভাগ্নের বন্ধুকেও সামিল করে।

যোগ্যদের আশ্বাস দিয়ে বড় বার্তা মন্ত্রীর

সুপ্রভাত বাংলা: লাবনী মান্না: প্রকল্পের নির্ধারিত যোগ্যতার মধ্যে চলতি মাসের ১ তারিখ থেকে ধাপে ধাপে ৩ হাজার টাকা করে দেওয়া হচ্ছে এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত মহিলাদের। তবে এরই মধ্যে সামনে এসেছে একাধিক অভিযোগ। অনেকের আবেদন বাতিল হয়েছে, আবার এমনও অভিযোগ উঠেছে যে, প্রকল্পের নির্ধারিত শর্ত পূরণ না করেও কিছু ব্যক্তি সরকারি আর্থিক সুবিধা পাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে প্রকল্প নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যের নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী মালতি রাভা রায়। বৃহস্পতিবার রথযাত্রার দিন কোচবিহারের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়ে মুখ খোলেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, সরকারের বয়স এখনও মাত্র দু'মাস। তাই গোটা প্রক্রিয়া ঠিকভাবে সম্পন্ন করতে কিছুটা সময় প্রয়োজন। যোগ্য আবেদনকারীদের কোনওভাবেই বঞ্চিত করা হবে না বলে আশ্বাস দেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, "আমাদের সরকারের বয়স দু'মাস। একটু সময় দিন। যাঁরা প্রকৃত যোগ্য, তাঁরা অবশ্যই সরকারের সহযোগিতা পাবেন। অনলাইন ও অফলাইনে আবেদন করতে গিয়ে অনেকেই ভুল করেছেন। কেউ আবার দু'জায়গাতেই ফর্ম জমা দিয়েছেন। এসব যাচাই করা হচ্ছে। যোগ্য মা-বোনরা অবশ্যই অন্নপূর্ণা যোজনার টাকা পাবেন।" তবে একই সঙ্গে কড়া সতর্কবার্তাও দেন তিনি। মন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দেন, যাঁরা

প্রকল্পের নির্ধারিত যোগ্যতার মধ্যে পড়েন না, অথচ তথ্য গোপন করে আবেদন করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, 'অনেকেই অনলাইনে তথ্য গোপন করেছেন। সব তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। যাঁরা প্রকল্পের নির্ধারিত মানদণ্ডের মধ্যে পড়বেন না, তাঁদের আবেদন বাতিল করা হবে এবং তাঁরা এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন না।' এর আগেও এই বিষয়ে একই ধরনের মন্তব্য করেছিলেন রাজ্যের পুর ও নারী-শিশুকল্যাণ মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল। তিনি জানিয়েছিলেন, অন্নপূর্ণা যোজনার অর্থ বিতরণের আগে এবং পরে আবেদনকারীদের সমস্ত তথ্য গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করা হচ্ছে। প্রকল্পের সুবিধা যাতে শুধুমাত্র প্রকৃত উপভোক্তাদের কাছেই পৌঁছয়, সেই লক্ষ্যেই এই বিশেষ যাচাই অভিযান চলছে। কোনও আবেদনপত্রে তথ্যগত অসঙ্গতি বা নথিতে সমস্যা ধরা পড়লে সেই আবেদন বাতিল করা হবে বলেও তিনি জানিয়েছিলেন। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, শুধু নথি যাচাই নয়, অনেক জায়গায় সরকারি কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়েও তথ্য মিলিয়ে দেখছেন। যাঁদের আবেদন আগে বাতিল হয়েছিল বা যাঁদের নথিতে ত্রুটি ধরা পড়েছিল, তাঁদের তথ্যও নতুন করে যাচাই করা হচ্ছে। পাশাপাশি যাঁরা একাধিকবার আবেদন করেছেন বা একই ব্যক্তি অনলাইন ও অফলাইনে আলাদা আবেদন জমা দিয়েছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে।

বঙ্গোপসাগরে ৫০০ রোহিঙ্গা নিয়ে নৌকাডুবি

সুপ্রভাত বাংলা: মায়ানমারের সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ৫০০ জনকে নিয়ে যাত্রা করা দুটি নৌকা ডুবে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এই দুর্ঘটনায় ৫০০-রও বেশি মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে রাষ্ট্রসংঘ। সম্ভাব্য এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নিয়ে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (UNHCR) এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (IOM)। রাষ্ট্রসংঘের শেষ সপ্তাহে মায়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে যাত্রা শুরু করেছিল দুটি নৌকা। নৌকাগুলিতে মূলত রোহিঙ্গা শরণার্থীরাই ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার বাংলাদেশের কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির থেকেও এই বিপজ্জনক সমুদ্রযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন। নিরাপদ আশ্রয় ও উন্নত জীবনের আশায় তাঁরা সমুদ্রপথে অন্য দেশে পৌঁছানোর চেষ্টা করছিলেন।

জানা গিয়েছে, প্রথম নৌকাটিতে প্রায় ২৫০ জন যাত্রী ছিলেন। যাত্রা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই নৌকাটির সঙ্গে প্রায় ২৮০ জন আরোহী নিয়ে চলা দ্বিতীয় নৌকাটি ৮ জুলাই মিয়ানমারের আয়েয়ারওয়াড়ি উপকূলের কাছে ডুবে যায় বলে খবর। যদিও এখনও পর্যন্ত সরকারি স্তরে মৃত্যুর সংখ্যা নিশ্চিত করা হয়নি, তবে রাষ্ট্রসংঘের আশঙ্কা, প্রাণহানির পরিমাণ অত্যন্ত বড় হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরে সমুদ্রযাত্রা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। এই সময় প্রবল বৃষ্টি, উত্তাল ঢেউ এবং খরাপ আবহাওয়ার কারণে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা বহুগুণ বেড়ে যায়। UNHCR ও IOM জানিয়েছে, সাম্প্রতিক ভারী বৃষ্টি ও বন্যা পরিস্থিতি এই যাত্রাকে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছিল।

চিকেনস নেকে কড়া নজর, সীমান্ত পরিদর্শনে বাংলায় অমিত শাহ



সুপ্রভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার: উত্তর-পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিচিত চিকেনস নেক' করিডর এবং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখাি তাঁর সফরের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সীমান্ত পরিস্থিতি পর্যালোচনার পাশাপাশি উত্তরকন্যায় রাজ্যের শীর্ষ প্রশাসনিক কর্মীদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করবেন তিনি। ফলে শাহের এই সফর ঘিরে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক তৎপরতা শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, শুক্রবার বিকেলে শিলিগুড়িতে পৌঁছবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেখানেই রাজিযাপন করবেন তিনি। পরদিন সকালে বাংলাদেশ সীমান্ত

সংলগ্ন এলাকা পরিদর্শনে যাওয়ার কথা রয়েছে। সীমান্তে বিএসএফের মোতায়েন, নজরদারি ব্যবস্থা, কাটাটারের কাজ এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রকল্পের অগ্রগতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখবেন তিনি। সীমান্ত পরিদর্শনের পর উত্তরকন্যায় পৌঁছে উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে বসবেন অমিত শাহ। বৈঠকে সীমান্ত নিরাপত্তা, অনুপ্রবেশ রোধ, চোরচালান দমন এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সমন্বয় আরও জোরদার করার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরাও ইতিমধ্যে এই বৈঠকের প্রস্তুতি শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলেই শিলিগুড়িতে পৌঁছে কেন্দ্রীয়

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাগত জানাবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার রাতে কলকাতায় ফিরে আসবেন অমিত শাহ। রবিবার কলকাতায় একাধিক সরকারি ও সাংগঠনিক কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার পর দিল্লির উদ্দেশে রওনা হওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। শাহের এই সফর এমন এক সময়ে হচ্ছে, যখন সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়ে কেন্দ্র বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। কয়েকদিন আগেই আন্তর্জাতিক সীমান্ত লাগোয়া রাজ্যগুলির সব জেলার পুলিশ সুপারদের নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীর, পঞ্জাব, রাজস্থান, গুজরাত, উত্তরাখণ্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের বিভিন্ন

রাজ্যের পুলিশ সুপারদের উপস্থিতি থাকতে বলা হয়েছিল। সীমান্ত এলাকায় নজরদারি বাড়ানো, আন্তঃরাজ্য সমন্বয় এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও আধুনিক করার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল সেই বৈঠকে। এর আগে একাধিকবার অমিত শাহ দাবি করেছেন, দীর্ঘদিন ধরে অনুপ্রবেশের কারণে পূর্ব ভারতের সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির জনবিন্যাসে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। তাঁর মতে, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে সীমান্ত আরও কড়া নজরদারি প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যেই কেন্দ্র সরকার 'স্মার্ট বর্ডার' প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি ব্যবস্থা, উন্নত অবকাঠামো এবং সীমান্ত রক্ষায় নতুন প্রযুক্তির

সোনম ওয়াংচুকের পাশে এসএফআই

সুপ্রভাত বাংলা: সোনম ওয়াংচুকের জীবন রক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিক এবং অবিলম্বে আলোচনায় বসুক। বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে এই দাবি তোলা হয়েছে। অন্যদিকে, সিপিএমের ছাত্র সংগঠন



(এসএফআই) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-সহ শহরের বিভিন্ন স্থানে প্রতীকী অনশন করছে। এদিন পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে সাধারণ সম্পাদক সৌরভ চক্রবর্তী বলেন, "গণতান্ত্রিক দেশে মতপার্থক্য ও দাবি-দাওয়ার প্রশ্নে সংলাপ ও আলোচনাই হওয়া উচিত প্রধান পথ। তাই কেন্দ্র সরকারের কাছে আমাদের জোরালো আবেদন, অবিলম্বে সোনম ওয়াংচুকের সঙ্গে সম্মানজনক আলোচনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক এবং এমন একটি ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা হোক যাতে তিনি অনশন প্রত্যাহার করতে সম্মত হন। আমরা সরকারের কাছে দ্রুত, সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি।" সিপিএমের ছাত্র সংগঠনের বক্তব্য, "সোনম ওয়াংচুক দীর্ঘদিন ধরে অনশন কর্মসূচিতে রয়েছেন। শিক্ষা ব্যবস্থায় অনিয়মের কারণে দেশের অগণিত ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যৎ বিপন্নতা প্রতিকারের দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে গত 28 জুন থেকে তিনি এই অনশন শুরু করেন। আজ অনশন 19তম দিনে পড়ল। অনশন ক্রমশ দীর্ঘায়িত হওয়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতির খবর দেশবাসীর মধ্যে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। তাঁর শরীরের ওজন কমছে, রক্তচাপ এবং রক্তে শর্করার পরিমাণ কমছে। দেশের একজন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও পরিবেশ আন্দোলনের অগ্রণী ব্যক্তিত্বের জীবন আমরা কোনও অবস্থাতেই বিপন্ন হতে দিতে পারি না। এসএফআই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আঞ্চলিক কমিটির এক সদস্য বলেন, "ওরা প্রথমে লেনিনের মূর্তি ভাঙল। তারপর গান্ধি। ওদের বুলডোজার মসজিদ ভাঙল। চার্চ গুঁড়িয়ে দিল। এবার বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারক, পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের মূর্তিও গায়েব করে দিল! ওরা ভেঙে ফেলার ইতিহাস লিখলে, আমরা গড়ে তোলার ভবিষ্যৎ লিখব!"

নিম্নচাপ আরও শক্তিশালী



সুপ্রভাত বাংলা: বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ আগামী 12 ঘণ্টার মধ্যেই আরও শক্তি সঞ্চয় করে 'সুস্পষ্ট নিম্নচাপ' (Well Marked Low Pressure Area)-এ পরিণত হতে পারে। তার জেরে পশ্চিমবঙ্গ-সহ পূর্ব, মধ্য, উত্তর-পূর্ব এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে 22 জুলাই পর্যন্ত দফায় দফায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। একই সঙ্গে 19 জুলাই থেকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে নতুন পশ্চিমী ঝঞ্ঝার প্রবেশ পরিস্থিতিতে আরও জটিল করে তুলতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। আইএমডি-র বুলেটিন অনুযায়ী, বৃহস্পতিবার ভোর সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা-পশ্চিমবঙ্গ দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, এই দফায় সবচেয়ে বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা পূর্ব ভারতে। বৃহস্পতিবার গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড এবং বিহারের বিস্তীর্ণ এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। ওড়িশার কিছু জেলায় অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে।

সম্পাদকীয়

টুয়ে দিলেই ২,৫০০
টাকা জরিমানা

শ্রাবন কুমার বিশ্বকর্মা

হুড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছবির মত সুন্দর একাধিক জায়গা। যার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিমেষে টেকা দিতে পারে দেশ বিদেশের বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র গুলিকেও। ভারতবর্ষে রয়েছে এমনই এক রহস্যময় গ্রাম (Mysterious Indian Village)। যেখানকার মানুষ শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ভাষাতেই কথা বলেন না, মেনে চলেন তাদের নিজস্ব নিয়ম। তাই ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় প্রচলিত আইন সেখানে লাঘু হয়নি আজও। শুধু তাই নয়, এখানে প্রচলিত আছে এক অদ্ভুত নিয়ম। সেই নিয়ম অনুযায়ী এই গ্রামের কোনো জিনিস ছুঁলেই দিতে হয় মোটা টাকা জরিমানা। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে, বহিরাগতরা এখানকার কোনো জিনিস স্পর্শ করলে ১,০০০ টাকা থেকে ২,৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা দিতে হতে পারে। এমনকী গ্রামের কোনো দোকান থেকে জিনিস কেনার সময় দোকানদার সরাসরি পর্যটকদের হাতে জিনিস দেন না। ছোঁয়া এড়াতে ক্রেতা দোকানের বাইরে টাকা রেখে দেন বদলে দোকানদার মাটিতে জিনিস রেখে দেন। তাই হিমাচলপ্রদেশের কুল্লু জেলায় অবস্থিত এই গ্রামে প্রথমবার ঘুরতে গিয়ে, এখানকার নিত্যনতুন নিয়ম কানুন দেখে হতবাক হয়ে যান পর্যটকরাও। ভারতবর্ষের মধ্যে অবস্থিত হলেও মালানা গ্রামের মানুষজন চলেন নিজেদের স্বতন্ত্র রীতিতে। এই গ্রামের রয়েছে নিজস্ব সংবিধান। বহুদিনের পুরনো ঐতিহ্য মেনে গ্রামবাসীরা গ্রাম পরিচালনা করে আসছেন আজও। মালানা গ্রামে নিজস্ব সংসদ রয়েছে যা ছোট এবং বড় দু'দুটি কক্ষ নিয়ে তৈরী। বড় কক্ষ

মধ্যরাতে 'ছদ্মবেশে' হাসপাতালে মন্ত্রী



পুণ্ড্রভাত বাংলা: সাধারণ পোশাকে, সঙ্গে মাত্র একজন নিরাপত্তারক্ষী। সেই ভাবেই আচমকা কল্যাণী জেএনএম হাসপাতালে ঢুকে পড়লেন রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী সুমনা সরকার। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, আগাম খবর ছাড়া হাসপাতালের প্রকৃত চিত্র দেখা। আর সেই ছবিই দেখে কার্যত ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। বুধবার রাতে জরুরি বিভাগ থেকে শুরু করে ইনডোর, হাসপাতাল চত্বর, এমনকি চিকিৎসকদের হস্টেলও ঘুরে দেখেন প্রতিমন্ত্রী। বিভিন্ন জায়গায় জমে থাকা আবর্জনা, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ এবং রক্ষণাবেক্ষণের বেহাল দশা দেখে উম্মা প্রকাশ করেন তিনি। শুধু তাই নয়, রাতের শিফটে পর্যাপ্ত সংখ্যক সিনিয়র চিকিৎসকদের উপস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রতিমন্ত্রী। হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্যেই রোগীর শয্যা পাশে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল বিভা। হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন অংশ আগাছায় ঢেকে রয়েছে। রোগীর চিকিৎসার জায়গায় এমন পরিবেশ কী ভাবে তৈরি হল, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা নিয়ে অভিযোগ জমা পড়ছিল স্বাস্থ্য দফতরে। স্থানীয় বিষয়াকও বিষয়টি প্রতিমন্ত্রীর নজরে এনেছিলেন। সেই কারণেই কোনও পূর্বঘোষণা ছাড়াই গভীর রাতে হাসপাতালে হাজির হন সুমনা। পরিদর্শনের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রতিমন্ত্রী বলেন, তাঁর কাছে আগে থেকেই হাসপাতালের অপরিচ্ছন্নতার অভিযোগ ছিল। সরেজমিনে এসে দেখেছেন, অভিযোগের অনেকটাই সত্যি। হাসপাতাল এবং চিকিৎসকদের হস্টেল— দুই জায়গাতেই নোংরা পরিবেশ চোখে পড়েছে। তাঁর কথায়, "হাসপাতাল মানুষের চিকিৎসার জায়গা। সেখানে যদি পরিচ্ছন্ন পরিবেশেই না থাকে, তা হলে রোগীরা কী ভাবে উন্নত পরিষেবা পাবেন? হাসপাতাল ও হস্টেল, দু'জায়গাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা বাধ্যতামূলক।" প্রতিমন্ত্রীর কড়া বার্তার পরেই নড়েচড়ে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই হাসপাতাল চত্বরে শুরু হয় সাফাই অভিযান। আগাছা পরিষ্কার, আবর্জনা অপসারণ-সহ একাধিক কাজে হাত দেওয়া হয়। যদিও এই বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি। তাদের বক্তব্য, যেহেতু বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, তাই আলাদা করে কিছু বলার নেই।

পালাবদলের বঙ্গে উলট পূরাণ

সুপ্রভাত বাংলা: উল্টো ছবি দেখা গেল উত্তর ২৪ পরগনার বাগদার গাঙ্গুলিয়া এলাকায়। বৃহস্পতিবার বিজেপি নেতা বিক্রম রায়ের বাড়িতে ইন্ডির আধিকারিকরা তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন। ঘটনাস্থলে রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বিক্রম আগে বাগদা এলাকায় টোটা চালাতেন। সঙ্গে বাংলাদেশিদের পারাপারের কাজেও জড়িত ছিলেন, বলে অভিযোগ উঠেছিল। দু'দফার আগে অর্থাৎ ২০২৪ সালে বাংলাদেশ থেকে আসা ক'য়েকজন যুবককে টাকার বিনিময়ে বিক্রম বাংলাদেশ থেকে লোকজনকে এদেশে নিয়ে আসতেন। টাকার বিনিময়ে ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে তাদের কাছে বিক্রিও করতেন। উত্তরপ্রদেশ পুলিশের গুডামদন শাখা তাঁকে গ্রেফতার করে নিয়ে গিয়েছিল। তদন্তে জানা যায়, মানব পাচার চক্রের সঙ্গে বিক্রমের যোজাশ রয়েছে। গ্রেফতার হওয়ার পর বিক্রমের কাছ থেকে জানা গিয়েছিল, তল্লাশি চালিয়ে লখনউ ও মুম্বই থেকে আরও ক'য়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়। ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বিক্রম বাগদায় গ্রামের বাড়িতে ফিরেছেন। সম্ভ্রতি, বিজেপি প্রার্থীর হয়ে তিনি ভোট প্রচারও করেছেন। বর্তমানে টোটা চালাবার কাজ ছেড়ে বাগদা আদালতের এক এআইজীবীর মুখরি হিসেবে তিনি কাজ করছেন। আজ সকাল সাটা নাগাদ ইন্ডির দুই আধিকারিক কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের নিয়ে বিক্রমের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা কোন ঘটনার তদন্তে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছেন তা অবশ্য এখনও জানা যায়নি।



ইসকনের রথযাত্রার শুভ সূচনা মুখ্যমন্ত্রীর



সুপ্রভাত বাংলা: শঙ্কর হালদার: বৃহস্পতিবার দুপুরে ইসকন মন্দিরে পৌঁছে রীতি মেনে রথের রশি টেনে, প্রভু জগন্নাথদেবের বিগ্রহের সামনে পূজো ও আরতি করেন তিনি। এরপর শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষে গিয়ে প্রণাম জানানোর পাশাপাশি সেই কক্ষটিকে হেরিটেজ ঘোষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে আবেদন করবেন বলে আশ্বাস দেন। এদিন বেলা ১২টার কিছু পরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কলকাতার ইসকন মন্দিরে পৌঁছেন। সেখানে মন্দির কর্তৃপক্ষ ও ইসকনের সন্ন্যাসীরা তাঁকে স্বাগত জানান। প্রথমে মুখ্যমন্ত্রী প্রভু জগন্নাথদেবের বিগ্রহের সামনে নতমস্তকে প্রণাম করেন। পূজো দেন। আরতি করেন। তার পর সোজা চলে যান শ্রীল প্রভুপাদের কক্ষে। সেখানে সান্তাঙ্গে প্রণামের পর পুরো কক্ষ ঘুরে দেখেন। রথযাত্রার মূল অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, একজন সনাতনী আদর্শে বিশ্বাসী মানুষ হিসেবে ইসকনের এই উৎসবে সামিল হতে পারা তাঁর কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের। তাঁর কথায়, 'রাজ্যের উন্নয়নের পাশাপাশি আমাদের সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই সরকারের লক্ষ্য।' ইসকনের মন্দিরে পূজো শেষে মুখ্যমন্ত্রী রথদর্শনে যান। সেখানে বিগ্রহে মাল্যদান করেন। তার পর বলেন, 'আজ প্রকৃত অর্থে ভক্তদের দিন।' এদিন উপস্থিত দর্শকদের অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী দু'কলি গৌড়ীয় সংগীত পরিবেশন করেন। এরপর সোনার বাডু দিয়ে রথের সামনের পথ পরিষ্কার করার প্রথাগত আচার সম্পন্ন করেন তিনি। এর মধ্যে দিয়ে সূচনা হয় ইসকনের রথযাত্রার। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে রাজ্য সরকারও একাধিক বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছে। রথযাত্রা উপলক্ষে রাজ্য সরকারের ভূমিকার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এ বছর রাজ্যের মোট ৬০টি রথযাত্রা কমিটিকে ৫ লক্ষ টাকা করে আর্থিক অনুদান

দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগে মোট ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে, যার লক্ষ্য রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে আরও সুসংগঠিত করা। পাশাপাশি, রাজ্যের মিড-ডে মিল ব্যবস্থায় ইসকনের ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, 'রাজ্যে মিড-ডে মিল কিচেন তৈরি হচ্ছে। ইসকনের এই কাজ নতুন নয়। ২২টি বড় বড় শহরে স্কুলের মিড-ডে মিলের দায়িত্বে রয়েছে ইসকন।' তিনি আরও বলেন, 'এই মিড-ডে মিল পুষ্টিগুণসম্পন্ন।' বিগত দিনে মিড-ডে মিল নিয়ে হওয়া দুর্নীতির প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বর্তমানে সেই ব্যবস্থাকে স্বচ্ছ ও উন্নত করতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্য সরকার। এদিনের রথযাত্রা উপলক্ষে ইসকন চত্বরে ছিল বিপুল সংখ্যক ভক্তের সমাগম। ভক্তদের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা। ইসকনের রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, এটি সম্প্রীতি ও ঐক্যেরও প্রতীক। বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সম্প্রদায়ের মানুষ এই উৎসবে অংশ নেন। ভক্তদের বিশ্বাস, রথের দড়ি টানলে জীবনে শুভ শক্তির আগমন ঘটে এবং সকল বাধা-বিপত্তি দূর হয়। সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই প্রতি বছর এই উৎসবকে ঘিরে তৈরি হয় বিশেষ উৎসাহ। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সকালে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে রথযাত্রার শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মহাপ্রভু জগন্নাথদেবের কাছে সকলের সুস্বাস্থ্য, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী লেখেন, 'রথযাত্রা উপলক্ষে সকলকে শুভেচ্ছা জানাই। এই উৎসব ভারতের আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতির ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল বহিঃপ্রকাশ। রথযাত্রার সঙ্গে জড়িত রীতিনীতি ভারত তথা বিশ্ব জুড়ে প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে।'

দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ স্কুল
খোলার দাবি বাসিন্দাদের



পুড়ুভাতা বাংলাঃ একে একে সব পড়ুয়া অন্য স্কুলে ভর্তি হওয়ায় তালা বুলাচ্ছে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুম্ভভিত্তিকের কালিকামরা গ্রাম পঞ্চায়েতের বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলে। প্রায় চার-পাঁচ বছর ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে রয়েছে এই শিক্ষাঙ্গণ। ক্ষুদ্র স্থানীয় বাসিন্দা। তাঁরা চান, ফের এই স্কুল চালু করা হোক। স্কুল বন্ধ হয়ে যাওয়ার দায় পূর্বতন সরকারের কাঁধে চাপিয়ে ব্যবস্থানোয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বিজেপি বিধায়ক। কেন্দ্রীয় সরকারের ২০২৫-২৬ সালের রিপোর্ট বলছে, পশ্চিমবঙ্গে শূন্য বা নামমাত্র পড়ুয়া থাকা স্কুলের সংখ্যা বেড়ে ৪,১৩৩-এ পৌঁছেছে, যার মধ্যে একটি বড় অংশ হল জুনিয়র হাইস্কুল। সেই তালিকাতেই রয়েছে নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলের নাম। কুম্ভভিত্তিকের সরকারি স্কুল বন্ধের এই ছবি নতুন কিছু নয়। গত এক বছরে এই স্কুলে বন্ধ হয়েছে একাধিক জুনিয়র হাইস্কুল। বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলটিও দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায়, স্কুলের একমাত্র শিক্ষক রবীন খাটুয়াকে কুম্ভভিত্তিক হাইস্কুলে বদলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা শিক্ষা দফতর। বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলের পরিকাঠামো কিন্তু খারাপ ছিল না। দোতলা স্কুল ভবন, ৫-৬টি ক্লাসরুমও রয়েছে। এখন অবশ্য স্কুলের বারান্দাই হয়ে উঠেছে গৃহপালিত গবাদি কিংবা সারমেয়দের আশ্রয়স্থল। ২০১১ সাল থেকে স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা কমেতে শুরু করে। ২০১৩ সালে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। কিন্তু পরবর্তীতে পড়ুয়ার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৭৫ জনে। এলাকার গরিব ও দুস্থ ছাত্রছাত্রীরা পড়ার সুযোগ পায় এই জুনিয়র হাইস্কুলে। এই স্কুলের পাশেই রয়েছে বড়ভিটা প্রাথমিক বিদ্যালয়। সেই স্কুল থেকে চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ প্রচুর ছাত্রছাত্রী এই জুনিয়র হাইস্কুলে পড়াশোনা করত। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর অন্য স্কুলে ভর্তি হত। সংকট ভয়াবহ আকার নেয় করোনাকালে। লকডাউনের পর থেকে আবারও কমেতে শুরু করে পড়ুয়ার সংখ্যা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়লেও প্রশাসনের তরফে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়ানো হয়নি। শিক্ষকের অভাবেই করোনাকালের পরের বছর থেকে হু হু করে কমেতে থাকে ছাত্রছাত্রী। এই ঘটনায় এলাকার শিক্ষানুরাগী মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। দরিদ্র পড়ুয়াও নিজেদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে বিভিন্ন হাইস্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। প্রচুর খরচ করে তৈরি হওয়া স্কুলের পরিকাঠামো ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে যাওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, ফাঁকা স্কুল ভবন সমাজবিরোধীদের আখড়ায় পরিণত হতে পারে। প্রশাসন যদি স্কুলটি খোলার ব্যাপারে তৎপর হয়, তবে এলাকার দুস্থ ছাত্রছাত্রীরা আবারও এই স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে। এলাকার বাসিন্দা গোলাম মোস্তফা জানান, "কুম্ভভিত্তিকের বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুল বেশ কয়েক বছর ধরে বন্ধ। স্কুলে

একজন শিক্ষক থাকলেও ছাত্রছাত্রী
নেই বললেই চলে । সেই কারণে
অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের অন্য স্কুলে
ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেয় । প্রশাসনের
পক্ষে স্কুলে শিক্ষকের সংখ্যা বাড়লে
হলে এলাকার দুস্থ ছাত্রছাত্রীরা আবার
এই স্কুলে পড়াশোনা করার সুযোগ
পাবে ।” আকলিমা খাতুন নামে এক
গ্রামবাসী জানান, “ছাত্রছাত্রী না-থাকার
বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুলে
বন্ধ হয়ে গিয়েছে । 4-5 বছর ধরে বন্ধ
এই স্কুল । বুনিয়াদপুর-সহ কুশমন্ডি
বিভিন্ন হাইস্কুলে এখানকার ছাত্রছাত্রীর
ভর্তি হয়েছে । তবে এই এলাকার
মানুষজনের আর্থিক সংস্থান ভালো নয়
অনেকেই নিজেদের ছেলেমেয়েকে
দূরের স্কুলে পাঠাতে পারে না । ওই সম-
স্যারের ছেলেমেয়েদের অনেকেই
পড়াশোনা ছেড়ে দিয়েছে ।” গ্রামের
আরেক বাসিন্দা আনজুয়ারা বিবিত-
বক্তব্য, “বড়ভিটা নারায়ণপুর জুনিয়র
হাইস্কুলে তো ছাত্রছাত্রীই আসে না
বেশ কয়েক বছর ধরে স্কুল খুলতে
দেখি না । এখানকার ছেলেমেয়ের
অন্যান্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে । একসময়
এই স্কুলে যথেষ্ট ছাত্রছাত্রী ছিল । মি-
ডে মিল খাওয়ানো হত । আমি নিজেই
এখানে রান্নার কাজ করতাম । কিন্তু স্কুল
বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আমরা নিজেদের
পারিশ্রমিক এখনও পাইনি ।”

এ বিষয়ে বড়ভিত্তি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আলি রেজা জানান "মূলত শিক্ষকের অভাবে বড়ভিত্তি নারায়ণপুর জুনিয়র হাইস্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একজন শিক্ষককে দিয়ে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত চালানো অসম্ভব বিষয়। একইসঙ্গে তিনটি কতগুলো ক্লাস করবেন! শিক্ষকের অভাবে পড়ুয়াদের পড়াশোনা করতে সমস্যা হত। যে শিক্ষক স্কুলে রয়েছেন কোনও কারণে তিনি ছুটি নিয়ে পঠনপাঠন বন্ধ হয়ে যেত। ফলে একদিকে শিক্ষক, অন্যদিকে ছাত্রছাত্রীরা অভাবে স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে একসময় এই স্কুলে প্রায় ৭৫ জন পড়ুয়া পড়াশোনা করত। লকডাউনের পর সেই সংখ্যা নেমে আসে তিরিশে প্রশাসনের গাফিলতিতেই বিভিন্ন আপার প্রাইমারি স্কুল বন্ধ হয়েছে। কুশমন্ডির বিজেপি বিধায়ক তাপসচন্দ্র রায় জানান, "তৃণমূল জামানায় শিক্ষার মান উন্নয়নের অভাবে স্কুলগুলি বন্ধ হয়েছিল। তৃণমূল জামানায় শিক্ষক নিয়োগ না-হওয়া এবং দুর্নীতির জন্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে স্কুলে ভর্তি হওয়া অসম্ভব দেখা দিয়েছিল। আমার কাছে যেটা খবর আছে, ওই শিক্ষক সময়মতো স্কুলে আসতেন না। তিরিশে গঙ্গারামপুরে ভাড়া থাকেন এবং তাঁর আসল বাড়ি মেদিনীপুরে। ওই স্কুলে প্রতিদিন শিক্ষক না-আসার জন্য এলাকার অভিভাবকরা তাঁদের ছেলেমেয়েদের কথা ভেবে অন্য স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। সেই কারণে ওই স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এর জন্য দায়ী গত তৃণমূল সরকার। এখন আমার ক্ষমতায় এসেছি। নতুন শিক্ষানীতি আইন অনুযায়ী নতুন সিলেবাস চালানো হবে।

আশার আলো দেখছে বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকশিল্প নতুন সূচনার প্রতীক

সুপ্রভাত বাংলাঃ নতুন যাত্রাপালার বুকিং, নতুন পালার রিহার্সাল এবং নতুন মরশুমের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয় । তাই রথযাত্রা শুধু ধর্মীয় উৎসব নয়, যাত্রাশিল্পের সঙ্গে যুক্ত শিল্পী, কলাকুশলী, বুকিং সংস্থা এবং আয়োজকদের কাছেও এক বিশেষ উৎসবের দিন । এবছর বুকিংয়ে বিশেষ উৎসাহ জেলায় জেলায় । রথযাত্রার দিন আজও সেই ঐতিহ্য অটুট । যাঁরা বিভিন্ন গ্রামে যাত্রার আয়োজন করেন, তাঁরা 'নায়েক বন্ধু' নামে পরিচিত । রথযাত্রার দিন এই নায়েক বন্ধুরা এখনও ভিড় জমান রানিসায়ের বুকিং অফিসগুলিতে । এদিন বিশেষ ছাড়ে বুকিংয়ের সুযোগ থাকায় বায়না দিয়ে যাত্রাপালা বুক করার হিড়িক পড়ে । এক সময় কয়লাঞ্চল ও আসানসোলের গ্রামাঞ্চলে টিকিট কেটে যাত্রা দেখতে মানুষের ঢল নামত । যাত্রাকে ঘিরেই তখন উৎসব তৈরি হত । সারারাত ধরে চলত যাত্রাপালা । এক একটা গ্রামে যাত্রা আয়োজন হলে দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসতেন সেই যাত্রা দেখতে যাত্রাপালা ঘিরে মেলা দোকানপাট বহু মানুষের রঞ্জি-রক্টি জড়িয়ে ছিল । সময়ের সঙ্গে সেই চিত্র অনেকটাই বদলেছে । এক সময় কয়লাঞ্চল ও আসানসোলের গ্রামাঞ্চলে টিকিট কেটে যাত্রা দেখতে মানুষের ঢল নামত । যাত্রাকে ঘিরেই তখন উৎসব তৈরি হত । সারারাত ধরে চলত যাত্রাপালা । এক একটা গ্রামে যাত্রা আয়োজন হলে দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন আসতেন সেই যাত্রা দেখতে যাত্রাপালা ঘিরে মেলা দোকানপাট বহু মানুষের রঞ্জি-রক্টি জড়িয়ে ছিল সময়ের সঙ্গে সেই চিত্র অনেকটাই বদলেছে । রানিগঞ্জের রানিসায়েরের এক যাত্রা

বুকিং সংস্থার কর্ণধার ভক্তি মাহাতোর কথায়, "করোনার সময়ে যাত্রার বুকিং একেবারে তলানিতে নেমে গিয়েছিল । সেই কয়েক বছর অত্যন্ত কষ্টের মধ্যে কেটেছে । তবে এখন পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে । গ্রামাঞ্চলে আবার যাত্রার চাহিদা বাড়ছে । এ বছর আগের তুলনায় অনেক বেশি যাত্রাদল মরশুমে নামছে এবং বুকিংও ভালো হচ্ছে ।" রানিগঞ্জের রানিসায়েরের আরও এক বুকিং সংস্থার কর্ণধার অরূপ ভান্ডারী বলেন, "আগের তুলনায় যাত্রা এখন অনেক আধুনিক হয়েছে । একসময় মানুষ টেলিভিশনের জন্য যাত্রা থেকে মুখ ফিরিয়েছিল । এখন মোবাইল ও টিভির যুগেও মানুষ যাত্রামুখী হচ্ছে । যদিও টিকিটের শো আগের মতো নেই, তবুও বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও পুজোয় যাত্রাপালার বুকিং ক্রমশ বাড়ছে ।”



Affidavit
I, Debajyoti Mishra Son of Debu Mishra,by faith Hindu, agedabout 27 years, resident of Shantinagar, Netaji Road, Burnpur, P.O.Burnpux-713325 .P.S.Hirapur, Dist. Paschim Bardhaman (W.B.) do herebysolemnly affirm and declare as follows:-
1.That Debu Mishra is my father.2. That in my Pan Card being No.GKGPM6514 P my father's nameWritten as Debu Mishra .in my Driving licence being No.WB37 - 20230003228 my father's name also written as Debu Mishra and lam holder of my Aadhaar Card being No.7543 3624 1552.3.That in my Ration Card being No.RKSY-I 1200457962 my father'sname also as Debu Mishra.4. That in the Birth Regn.Certificate issued by the AsansolMunicipal Corporation Vide Regn.No.10839 dt.31/12/1999 my father'sname Written as Rana Mishra, and in the Admit Card of W.B.S.E.B.Regn.No.3141-046058 my father's name Written as Rana Mishra and inthe Certificate of Madhyamik Exam 2015 under WBSEB my father's nameis Rana Mishra.5.That my father, Debu Mishra and Rana Mishra are the names ofsame,one and identical person.6. That I require my father's name as Debu Mishra in place ofRana Mishza in each and every documents to avoid any futureComplications.That the statements made above are true to the best of myknowledge and belief.,I, Sign and swear this affidavit on this the 15th dayofJuly 2026 at Asansol Court.Identified by me

বাংলা-সহ ১৩জায়গায় ইডির হানা

সুপ্রভাত বাংলাঃ ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির অভিযোগে সক্রিয় একটি সংগঠিত চক্রের পোঁজে বৃহৎ অভিযান শুরু করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) । বৃহস্পতিবার সকাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের 13টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা । কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি দিল্লি, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের একাধিক এলাকায় চলে এই অভিযান । ইডি সূত্রের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢোকা রোহিঙ্গা ও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দিচ্ছিল একটি সুসংগঠিত চক্র । মোটা টাকার

বিনিময়ে আধার, ভোটার পরিচয়পত্র (ইপিক),

প্যান কার্ড, ই-শ্রম কার্ড-সহ বিভিন্ন সরকারি নথি জোগাড় করে দেওয়া হত । সেই পরিচয়পত্রের জোরেই দালালদের মাধ্যমে তাঁদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হত বলে অভিযোগ । তদন্তে উঠে এসেছে, পশ্চিমবঙ্গ থেকেই এই নেটওয়ার্কের বড় অংশ পরিচালিত হত । জাল নথি হাতে পাওয়ার পরে অনুপ্রবেশকারীদের কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ-সহ একাধিক রাজ্যে শ্রমিকের পরিচয়ে পাঠানো হত । এর পিছনে একটি সুপরিকল্পিত মানবপাচার চক্র সক্রিয় ছিল বলেও সন্দেহ তদন্তকারীদের । এই চক্রের হদিশ প্রথম মেলে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)-এর মানবপাচার তদন্তে । সেই তদন্তে কলকাতার এক সন্দেহভাজন পাভার নাম সামনে আসে । পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনা ও মুর্শিদাবাদে জাল পরিচয়পত্র তৈরির একটি বিস্তৃত নেটওয়ার্কের তথ্যও উঠে আসে । আদালতে উত্তরপ্রদেশ পুলিশ জানিয়েছে, শ্রমিক সরবরাহের আড়ালে ভুয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র দিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানো হত । তদন্তে আরও জানা গিয়েছে, এই চক্রের আর্থিক লেনদেনে কিছু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার (এনজিও) নামও উঠে এসেছে । অভিযোগ, কয়েকটি ক্ষেত্রে এনজিওর আড়াল ব্যবহার করে শুধু জাল নথিই তৈরি হয়নি, কোটি কোটি টাকার অবৈধ আর্থিক লেনদেনও হয়েছে । মূল অভিযুক্তদের পরিচয় গোপন রাখতে অন্যদের নামে খোলা 'ভাড়ার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট' ব্যবহার করা হত । ছোট ছোট অঙ্কে বিপুল সংখ্যক লেনদেনের মাধ্যমে অর্থ পাচার করা হয়েছে বলে সন্দেহ ইডির ।

তদন্তকারীদের ধারণা, মানবপাচার, জাল পরিচয়পত্র তৈরি এবং অর্থ পাচার- এই তিনটি অপরাধকে কেন্দ্র করে বহু কোটি টাকার একটি অবৈধ ব্যবসা গড়ে উঠেছিল । সেই চক্রের মূল মাথা, অর্থের উৎস ও গন্তব্য এবং গোটা আর্থিক নেটওয়ার্কের সন্ধান পেতেই বৃহস্পতিবারের এই সমন্বিত তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে । তবে এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ইডির তরফে কোনও গ্রেফতারের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়নি । সূত্রের দাবি, তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া নথি, ডিজিটাল তথ্য এবং ব্যাঙ্ক লেনদেনের নথি খতিয়ে দেখে তদন্তের পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করবে কেন্দ্রীয় সংস্থা ।



অরণ্যসংঘ ক্লাবের খুঁটিপুজো ও বৃক্ষরোপণ উৎসব: উপস্থিত বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ

সুপ্রভাত বাংলাঃ বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গেল অরণ্য শহর ঝাড়গ্রামে । রথযাত্রার পুণ্য তিথিতে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হলো ঝাড়গ্রামের অন্যতম জনপ্রিয় ক্লাব 'অরণ্য সংঘ ক্লাব'-এর দুর্গাপূজার খুঁটিপুজো । ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের এই ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের খুঁটিপুজোকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকায় ছিল উৎসবের আমেজ ।এবারের খুঁটিপুজোয় এক অভিনব ও পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ গ্রহণ করে অরণ্যসংঘ ক্লাব । খুঁটিপুজোর পাশাপাশি 'মায়ের নামে একটি গাছ'—এই ভাবনাকে সামনে রেখে একটি বিশেষ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয় ।এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝাড়গ্রামের মাননীয় বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ । এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম মহান্তি সহ এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব এবং ক্লাবের কর্মকর্তা ও সদস্যরা । অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ক্লাবের পক্ষ থেকে বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউকে আসন্ন দুর্গাপূজা কমিটির সভাপতি হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয় ।খুঁটিপুজোর শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর ক্লাব সদস্যদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করা হয় । র্যালিটি এলাকার বেশ কিছু রাস্তা পরিক্রমা করে । এরপর পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী, পরিবেশ সচেতনতার বার্তা দিতে 'মায়ের নামে' চারাগাছ রোপণ করে এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালন করা হয় ।অনুষ্ঠানের শেষে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে নতুন সভাপতি তথা বিধায়ক লক্ষীকান্ত সাউ বলেন, "সর্বপ্রথম সকলকে প্রভু জগন্নাথ দেবের পবিত্র রথযাত্রার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানাই । আজ আমাদের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যরা আনুষ্ঠানিকভাবে খুঁটিপুজো সম্পন্ন করলেন । যেহেতু ক্লাব কর্তৃপক্ষ আমাকে এই পুজো কমিটির সভাপতি পদে বরণ করেছেন, তাই আমিও এই পুণ্যলগ্নে শামিল হতে পেরে আনন্দিত । তিনি আরও যোগ করেন, মায়ের আগমনকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রার্থনা—মা যেন সবার ওপর আশীর্বাদ বর্ষণ করেন এবং প্রভু জগন্নাথ সবাইকে সুখে-শান্তিতে রাখেন । এই পুজো ও সংস্কৃতি আমাদের ঐতিহ্য । আগামী প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে সঠিকভাবে পৌঁছে দেওয়া এবং তা শিখিয়ে দেওয়া আমাদের পরম কর্তব্য ।খুঁটিপুজো এবং পরিবেশবান্ধব এই কর্মসূচির হাত ধরে ঝাড়গ্রাম অরণ্যসংঘ ক্লাবের দুর্গাপূজার প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে । এলাকার মানুষের মধ্যেও পুজোকে ঘিরে উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে ।

২ লক্ষ ভক্তের সমাগম বিশাল রথযাত্রায়

সুপ্রভাত বাংলাঃ দুর্গাপুর : দুর্গাপুরে মহাসাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হলো ইসকনের ১৮তম জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা উৎসব । ১৬ জুলাই মূল রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হলো । অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের বনমন্ত্রী দিবাকর ঘরামি, দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়ক লক্ষণ চন্দ্র ঘড়ুই ও পূর্বের বিধায়ক চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায় । এবারের অন্যতম আকর্ষণ রাজস্থানের বিখ্যাত ঋষভদেব জৈন মন্দিরের আদলে নির্মিত গুপ্তিচা মন্দির । পুরীর ঐতিহ্য অনুসারে খাঁচি ঘি ব্যবহার করে ১৬টি উনুনে কাঠের জ্বালে ভোর থেকে রাত পর্যন্ত একটানা মহাপ্রসাদ রান্না হলো । গত বছর প্রায় ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ভক্তের সমাগমের পর এ বছর প্রায় ২ লক্ষ ভক্তের জন্য মহাপ্রসাদ বিতরণের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে । মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে রথযাত্রা শুরু হয়ে দুর্গাপুর ইম্পাত নগরীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে আকবর গার্লস স্কুল মাঠে পৌঁছায় । উৎসব উপলক্ষে ৬০০ বর্গফুটের বিশেষ রামলীলা প্রদর্শনী, রামায়ণ কুইজ, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, চক্ষু পরীক্ষা ও মেডিক্যাল ক্যাম্পেরও আয়োজন করা হয়েছে । উল্টোরথের দিন পুরীর ঐতিহ্য অনুযায়ী সোনাবেশ, অধরপনা এবং লক্ষ্মীদেবীর মানভঞ্জন পর্বের মাধ্যমে ‘নীলাদ্রি বিজয়’-এর বিশেষ আচার সম্পন্ন হবে । প্রশাসন ও ভক্তদের সহযোগিতায় এবারের রথযাত্রা উৎসব সৃষ্ট ও সফলভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদী ইসকন কর্তৃপক্ষ ।

মা-বাবা পরকীয়ার জেরে তছনছ সংসার

সুপ্রভাত বাংলাঃ কান্নায় ভেঙে পড়ল ১৫ বছরের বিরাজ, একদিনের ব্যবধানে হারাল মা-বাবা পরকীয়ার জেরে তছনছ একটি সংসারসানি রায়, জলপাইগুড়ি: মাত্র ১৫ বছর বয়স । এই বয়সে একজন কিশোরের স্বপ্ন থাকে পড়াশোনা, বন্ধুদের সঙ্গে হাসি-আড্ডা আর বাবা-মায়ের মেহে বড় হয়ে ওঠার । কিন্তু সেই সব স্বপ্ন এক মুহূর্তে ভেঙে চুরমার হয়ে গেল বিরাজ রায়ের । একদিনের ব্যবধানে সে হারাল তার মা ও বাবাকে । গতকাল উদ্ধার হয়েছিল মায়ের মৃতদেহ, আর আজ মিলল বাবার নিথর দেহ । একমাত্র সন্তান বিরাজ এখন বুঝতেই পারছে না, তার জীবনের পথ কোন দিকে এগোবে । যে ছেলেটি গতকাল সকাল পর্যন্ত বাবা-মায়ের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কথা বলেছিল, সন্ধ্যা নামতেই তার জীবনে নেমে আসে গভীর অন্ধকার । একটি হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ মুহূর্তের মধ্যে বদলে দেয় তার পুরো জীবন । সেই বার্তায় বাবা বিমল রায় নিজের স্ত্রীকে খুন করার কথা স্বীকার করেছিলেন বলে পরিবারের দাবি । এরপরই তাঁর মোবাইল ফোন বন্ধ হয়ে যায় । তারপর থেকে আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তাঁর । এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জলপাইগুড়ি জেলার বানারহাট ব্লকের দুরামারি এলাকার মরাঘাট জঙ্গলের মধুবনী-৩ নম্বর সেকশনে । প্রথমে উদ্ধার হয় চুমকি রায়ের মৃতদেহ । পরে দীর্ঘ তল্লাশির পর উদ্ধার হয় তাঁর স্বামী বিমল রায়ের দেহও । বর্তমানে গোটা ঘটনাকে ঘিরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে এলাকাজুড়ে । স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, দুরামারির রাঙাতি এলাকার বাসিন্দা বিমল রায় পেশায় একটি ব্যাটারির দোকান চালাতেন । স্ত্রী চুমকি রায় এবং একমাত্র ছেলে বিরাজকে নিয়ে ছিল তাঁদের ছোট সুখের সংসার । কিন্তু সেই সংসারে দীর্ঘদিন ধরেই অশান্তির আশুন জ্বলছিল । পরিবারের দাবি, স্ত্রীর পরকীয়া সম্পর্কের সন্দেহকে কেন্দ্র করে প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ লেগেই থাকত । স্থানীয়দের অভিযোগ আরও গুরুতর । তাঁদের দাবি, বিমল রায়ের নিজের ভাইয়ের সঙ্গেই দীর্ঘ প্রায় দশ বছর ধরে চুমকি রায়ের সম্পর্ক ছিল । এই বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার গ্রামে সালিশি সভাও বসেছিল । স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য রতন রায় জানান, বহুবার বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা হলেও কোনো স্থায়ী সমাধান হয়নি । বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সম্পর্কের টানাপোড়েন আরও বেড়েছে । বুধবার সকালে চুমকি রায় ও বিমল রায়কে একসঙ্গে মরাঘাট জঙ্গলের নোনাই পার এলাকা পেরিয়ে খট্টিমারি বনাঞ্চলের দিকে যেতে দেখেন কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দা । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, ওই সময় দু'জনের মধ্যে বচসাও হয়েছিল । এরপর থেকেই তাঁদের আর দেখা যায়নি । পরিবারের সদস্যরা জানান, কিছুক্ষণ পর বিরাজের কাছে বাবার একটি হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ আসে । সেই বার্তায় বিমল রায় নাকি বলেন, তিনি তাঁর স্ত্রীকে হত্যা করেছেন । এরপরই ফোন বন্ধ হয়ে যায় । স্বাভাবিকভাবেই উদ্ভিগ্ন হয়ে পড়ে পরিবার । খবর দেওয়া হয় পুলিশকে । দিনভর তল্লাশির পর বুধবার সন্ধ্যায় মরাঘাট রেঞ্জের মধুবনী-৩ নম্বর সেকশন এলাকা থেকে উদ্ধার হয় চুমকি রায়ের মৃতদেহ । ঘটনাস্থল থেকে একটি ছোট ছুরি উদ্ধার হয়েছে । প্রাথমিকভাবে পুলিশের সন্দেহ, ওই ধারালো অস্ত্র দিয়েই চুমকি রায়কে খুন করা হয়ে থাকতে পারে । যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত চূড়ান্তভাবে কিছু জানায়নি পুলিশ । ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা মিলবে । চুমকির মৃতদেহ উদ্ধারের পর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন বিমল রায় । গোটা জঙ্গলজুড়ে শুরু হয় জোরদার তল্লাশি । স্থানীয়দের একাংশের ধারণা ছিল, স্ত্রীকে হত্যার পর তিনি হয়তো আত্মহত্যা করেছেন । শেষ পর্যন্ত সেই আশঙ্কাই সত্যি হয় । বৃহস্পতিবার জঙ্গল থেকেই উদ্ধার হয় প্রায় ৪৫ বছর বয়সি বিমল রায়ের মৃতদেহ । চুমকি রায়ের বয়স ছিল প্রায় ৩৮ বছর । একদিনের ব্যবধানে স্বামী-স্ত্রীর মৃত্যুর ঘটনায় কার্যত ভেঙে পড়েছে দুই পরিবারই । তবে সবচেয়ে অসহায় অবস্থায় রয়েছে তাঁদের একমাত্র ছেলে বিরাজ । মা-বাবার নিথর দেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ে সে । কীভাবে সামনে এগোবে, কোথায় থাকবে, কে তাকে আগলে রাখবে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর আজ তার কাছেও অজানা । এই হৃদয়বিদারক মুহূর্তে মানবিকতার পরিচয় দেন বানারহাট থানার আইসি সুরাজ থাপা । শোকে ভেঙে পড়া বিরাজকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে সাহ্বনা দেন । সেই দৃশ্য উপস্থিত বহু মানুষের চোখেও জল এনে দেয় । পুলিশের পোশাকের আড়ালে একজন মানুষের সহমর্মিতার এই ছবি অনেকের মন ছুঁয়ে যায় । বর্তমানে পুলিশ গোটা ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে । ক্রাইম সিন কর্ডন করে ফরেনসিক তদন্তের কাজ চলছে । ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার হওয়া বিভিন্ন আলামত সংগ্রহ করা হয়েছে । চুমকি রায় ও বিমল রায় দু'জনের মৃতদেহই ময়নাতদন্তের জন্য জলপাইগুড়ি পাঠানো হয়েছে । সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই মৃত্যুর সঠিক কারণ এবং ঘটনার পূর্ণ সত্য সামনে আসবে বলে জানিয়েছে পুলিশ । এছাড়া ঘটনাস্থলে আজকে উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ সতাম ব্যানার্জি । এবং এসডিপিও ধ্রুপগুড়ি অনিরুদ্ধ পাল চৌধুরী তদন্তকারীরা পরিবারের সদস্য, প্রতিবেশী এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন । পারিবারিক অশান্তি, পরকীয়া সম্পর্কের অভিযোগ এবং হোয়াটসঅ্যাপ ভয়েস মেসেজ সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । যদিও তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো বিষয়েই নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছে না পুলিশ । এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোকের পাশাপাশি নানা প্রশ্নও উঠছে । একটি সম্পর্কের ভাঙন, দীর্ঘদিনের অশান্তি এবং পারিবারিক দ্বন্দ্ব শেষ পর্যন্ত কেড়ে নিল দুটি প্রাণ । আর সেই সঙ্গে অনিশ্চয়তার অন্ধকারে ঠেলে দিল একটি নিরপরাধ কিশোরের ভবিষ্যৎ । পরকীয়া, পারিবারিক কলহ কিংবা সম্পর্কের জটিলতা যে কারণই থাকুক না কেন, তার পরিণতি যদি মৃত্যু হয়, তবে হারিয়ে যায় শুধু দুটি জীবন নয়; ধ্বংস হয়ে যায় একটি পুরো পরিবার । বিরাজের কান্না আজ সেই নির্মম বাস্তবতারই সাক্ষী । যে ছেলে গতকাল পর্যন্ত বাবা-মায়ের হাত ধরে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছিল, আজ সে সম্পূর্ণ একা । জীবনের সবচেয়ে কঠিন লড়াই তাকে শুরু করতে হচ্ছে মাত্র ১৫ বছর বয়সে । একটি সুখের সংসারের এমন করুণ পরিণতি শুধু দুরামারি বা বানারহাট নয়, গোটা এলাকাকেই স্তব্ধ করে দিয়েছে । এখন সকলের একটাই প্রার্থনা এই ঘটনার পূর্ণ সত্য দ্রুত সামনে আসুক এবং ভবিষ্যতে আর কোনো পরিবার যেন এভাবে ভেঙে না যায় ।

বি সি এসে নম্বর কেলেংকারির দায় পিছু ছাড়ছে না প্রশান্ত বর্মনের

সুপ্রভাত বাংলাঃ পার্থসারথি সেনগুপ্ত খুনের দায়ে অভিযুক্ত "ফেরারি" বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে গ্রেফতার ও আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে আনার আবেদন জানিয়ে সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে দাখিল করা একটি জনস্বার্থ মামলাতেও (পি আই এল) উঠে এল তার বি সি এসে নম্বর কেলেংকারির প্রসঙ্গ। উচ্চ আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এই মামলার আবেদনকারী জনিয়েছেন, শুধু রাজারহাটের স্বর্ণকার স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের ঘটনা নয়, অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে "প্রভাবশালী" প্রশান্ত'র যে রীতিমত যোগ ছিল তার অন্যতম উদাহরণ তার নিয়ম ভেঙে বেআইনি পদ্ধতিতে বিডিও এর পদ বাগানো। সব মিলিয়ে, বি সি এসে নম্বর কেলেংকারির কিসসা কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না প্রশান্ত-র। বলা ভালো, এই মামলাটি দায়ের হয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তীর এজলাসে। আত্মদীপ এন জি ও - এর তরফে এই পি আই এলের আবেদনকারী হলেন প্রসূন মৈত্র। তিনি বলেন, " স্বর্ণকারকে খুনের ঘটনায় অন্যতম অভিযুক্ত প্রশান্ত। কিন্তু অত্যন্ত বিষয়কর হল তিনি এখনও অধরাই রয়ে গিয়েছেন। যদিও কলকাতা হাই কোর্ট ও সুপ্রিম কোর্ট একাধিক নির্দেশে জারি করে পুলিশকে বলেছেন যেন প্রশান্ত বর্মনকে আদালতে হাজির করানো হয়। এবং তার বিরুদ্ধে যেন বিধি মাফিক আইনি প্রক্রিয়া শুরু করা হয়। এমনকি

প্রশান্তকে হাজির করানোর জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমাও বেঁধে দিয়েছেন আদালত। কিন্তু আদালতের সেই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ যে পালিত হয় নি তা তো দেখাই যাচ্ছে। আমরা এই ব্যাপারেই পি আই এলের মাধ্যমে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। " সবিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রসূনবাবু তাঁর আবেদনে মামলার আবেদনে জনিয়েছেন বর্মন যে কতটা "প্রভাবশালী" তা তাঁর বিরুদ্ধে ২০১৭ সালের বি সি এস পরীক্ষায় নম্বর কেলেংকারির মাধ্যমে বি ডি ও পদ বাগানোর অভিযোগ থেকেই দিনের আলোর মতোই পরিষ্কার। মামলার আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, " এই সময় " সংবাদপত্রে এই সংক্রান্ত একের পর এক খবর তথ্য প্রমাণ সহযোগে ছাপা হয়েছিল। সেই তদন্ত মূলক সাংবাদিকতার মাধ্যমে মানুষ জেনেছিল কী ভাবে ২০১৭ সালের বি সি এসে প্রশান্ত'র বাঙলা আবশ্যিক পেপারের নম্বর ১৮ থেকে বেড়ে ১৬৮ হয়েছিল। সেই খবরের প্রতিলিপিও মামলার আবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত



করা হয়েছে। এও জানানো হয়েছে, ২০১৭ এর বি সি এসের প্রিলিমিনারিতে ডাহা ফেল করা সত্ত্বেও প্রশান্ত মেইনসে বসার "সুযোগ" পেয়েছিলেন!

মহোৎসবে অংশগ্রহণ করলেন ড. অজয় কুমার পোদ্দার



সুপ্রভাত বাংলাঃ রানিগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী সিয়রসোল রাজবাড়িতে আয়োজিত প্রায় ১৫০ বছরের প্রাচীন রথযাত্রা মহোৎসবে আজ উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পূর্ত (PWD) ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি (PHE) দপ্তরের মন্ত্রী-দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং কুলটি বিধানসভার বিধায়ক ড. অজয় কুমার পোদ্দার। এই পবিত্র উপলক্ষে তিনি শ্রীশ্রী জগন্নাথ দেব, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করে সকলের সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধি কামনা করেন। তিনি ভগবান জগন্নাথের আশীর্বাদে রাজ্যবাসীর কল্যাণ ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতির জন্য প্রার্থনা করেন। ড. পোদ্দার বলেন, “সিয়রসোল রাজবাড়ির এই প্রাচীন রথযাত্রা শুধু একটি ধর্মীয় উৎসব নয়, এটি আমাদের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, ভক্তি ও সামাজিক ঐক্যের এক উজ্জ্বল প্রতীক। এই ধরনের ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান আমাদের সমাজকে একসূত্রে বেঁধে রাখে এবং আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের সংস্কৃতির গৌরব তুলে ধরে।” তিনি উৎসবের সৃষ্ট আয়োজনের জন্য উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জানান এবং উপস্থিত সকল ভক্ত ও দর্শনার্থীদের রথযাত্রার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান।

৬৩০ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী জালালপুর

সুপ্রভাত বাংলাঃ মালদা, দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক পর মালদা জেলার কালিয়াচকের জালালপুরে আবারও মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা। বৃহস্পতিবার রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকা উৎসবের আলহে মেতে ওঠে। হাজার হাজার ভক্ত, দর্শনার্থী ও বিভিন্ন এলাকার মানুষ এই ঐতিহাসিক রথযাত্রায় অংশ নেন। প্রায় ৬৩০ বছরের ঐতিহ্য বহনকারী জালালপুরের এই রথযাত্রা ও রথমেলা দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর পুনরায় শুরু হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণ ও রথযাত্রার পথে ভক্তদের ভিড় জমতে শুরু করে। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান সম্পন্ন হওয়ার পর নির্ধারিত সময়ে রথ টানার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রথযাত্রার সূচনা হয়। রথযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মালদা জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিংহ, কালিয়াচক থানার আইসি লিটন রক্ষিত, উত্তর মালদার সাংসদ খগেন মুর্মু, বৈষ্ণবগরের বিধায়ক রাজু কর্মকার, শ্রীমতী রূপা মিত্র-সহ এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক আধিকারিকরা। রথযাত্রা ও রথমেলাকে কেন্দ্র করে যাতে কোনো অগ্নীতরুর ঘটনা না ঘটে, সে জন্য কালিয়াচক থানার পক্ষ থেকে কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। রথযাত্রার সম্পূর্ণ রুট এবং মেলা প্রাঙ্গণের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে পুলিশ মোতায়েন ছিল। পাশাপাশি যানবাহন নিয়ন্ত্রণ, ভিড় সামাল দেওয়া এবং দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ নজরদারির ব্যবস্থা করা হয়। দীর্ঘ বিরতির পর জালালপুরের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রার পুনরুজ্জীবনকে স্বাগত জানিয়েছেন এলাকাবাসী। তাঁদের আশা, আগামী দিনেও এই শতাব্দীপ্রাচীন ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য একইভাবে বজায় থাকবে এবং

ধুমধাম করে সম্পন্ন হলো কল্যাণেশ্বরী লেফ্ট ব্যাংকের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা, উদ্বোধনে বিধায়ক অরিজিৎ রায়

সুপ্রভাত বাংলাঃ কাজল মিত্র প্রতি বছরের মতো এই বছরও চিরাচরিত ঐতিহ্য ও ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে উদযাপিত হলো সালানপুর ব্লকের কল্যাণেশ্বরী লেফ্ট ব্যাংক এলাকার রাধা রাসবিহারী মন্দিরের শ্রী শ্রী সচিদানন্দ শান্তিধামের অন্যতম রথযাত্রা মহোৎসব। এই উৎসবকে কেন্দ্র করে গোটা এলাকায় পুণ্যার্থীদের মধ্যে তুমুল উদ্দীপনা ও ভক্তিতাব লক্ষ্য করা যায়। এবারের রথযাত্রা মহোৎসবের আনুষ্ঠানিক শুভ উদ্বোধন করেন বারাবনির জনপ্রিয় বিধায়ক অরিজিৎ রায়। উদ্বোধনের পর লেফ্ট ব্যাংক এলাকা থেকে মূল শোভাযাত্রাটি শুরু হয়। মোট তিনটি সুসজ্জিত ও নয়নকাড়া রথ নিয়ে এই যাত্রা রূপনারায়ণপুর পর্যন্ত পরিক্রমা করে। রথের রশিতে টান দিতে এবং জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর দর্শন পেতে রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার ভক্ত ও সাধারণ মানুষের ঢল নামে। উৎসবের দিন যাতে কোনো অগ্নীতরুর ঘটনা না ঘটে এবং ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল থাকে, তার জন্য পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে ছিল কড়া নিরাপত্তা ও নজরদারির ব্যবস্থা। পুলিশের সক্রিয় ভূমিকার কারণে অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সমগ্র রথযাত্রাটি সম্পন্ন হয়। মেলা প্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে রথযাত্রার পুরো রুট জুড়েই ছিল প্রচুর ভক্তদের ভিড়। সব মিলিয়ে, ভক্তি, আনন্দ এবং উৎসবের আবহে আরও একটি বছর সফলভাবে সম্পন্ন হলো কল্যাণেশ্বরী লেফ্ট ব্যাংকের এই ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা মহোৎসব।



আখতার খবর আসানসোলের গুটার অভিনবকে সংবর্ধনা ক্রীড়ামন্ত্রীর



সুপ্রভাত বাংলাঃ শঙ্কর হালদারঃ

আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব গুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে বিশ্বরেকর্ড গড়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে ফিরেছে আসানসোলের গুটার অভিনব সাউ। তাঁকে সংবর্ধনা জানানেন রাজ্যের যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল খান। বুধবার কলকাতার নিউ সেক্রেটারিয়েটে নিজের কার্যালয়ে অভিনব ও তাঁর বাবা-মাকে আমন্ত্রণ জানান মন্ত্রী। সেখানে অভিনবের আন্তর্জাতিক সাফল্যের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছা ও সংবর্ধনা জানান তিনি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে অলিম্পিকে দেশের হয়ে পদক জয়ের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাসও দেন ক্রীড়ামন্ত্রী। সম্প্রতি জার্মানির সুহলে অনুষ্ঠিত আইএসএসএফ জুনিয়র বিশ্ব গুটিং চ্যাম্পিয়নশিপের 10 মিটার এয়ার রাইফেল মিস্ক্রড টিম ইভেন্টে সতীর্থ সাম্বী-র সঙ্গে জুটি বেঁধে অভিনব 505.8 স্কোর করে বিশ্বরেকর্ড গড়েন। এর আগে এই ইভেন্টের বিশ্বরেকর্ড ছিল 499.9 স্কোর। গুটিংয়ে যেখানে 0.1 পয়েন্টের ব্যবধানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সেখানে প্রায় 6 পয়েন্টের ব্যবধানে পুরনো রেকর্ড ভেঙে নতুন নজির গড়ায় আন্তর্জাতিক মহলেও প্রশংসিত হয়েছে অভিনব-সম্ভাবী জুটি। এই সাফল্যের মাধ্যমে অভিনবের আন্তর্জাতিক পদকের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 17। 2022 সাল থেকে তিনি ভারতীয় গুটিং দলের সদস্য। মাত্র 10 বছর বয়সে জাতীয় গুটিং চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর 14 বছর বয়সে সুহলেই প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নিজের প্রথম আন্তর্জাতিক পদক জয় করেন অভিনব। এরপর থেকে জুনিয়র বিশ্বকাপ, বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ এবং এশিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপ-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের হয়ে ধারাবাহিকভাবে সাফল্য অর্জন করে চলেছেন তিনি। বুধবার ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে অভিনব তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকারের এই উৎসাহ ও সমর্থন ভবিষ্যতে আরও বড় সাফল্য অর্জনের জন্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করবে। অভিনবের বাবা রূপেশ যাদব বলেন, "মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ আমাদের অত্যন্ত উৎসাহ দিয়েছে। তিনি অভিনবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্তরিকভাবে কথা বলেছেন এবং অলিম্পিক পদক জয়ের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সর্বতভাবে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। সরকারের এই সমর্থন ও উৎসাহে আমরা খুবই খুশি এবং কৃতজ্ঞ। এই সহযোগিতা অভিনবকে আগামী দিনে আরও ভালো পারফরম্যান্স করতে অনুপ্রাণিত করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।" উল্লেখ্য, 2025 সালে কাজাখস্তানে অনুষ্ঠিত এশিয়ান গুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে দুটি স্বর্ণপদক জয়ের পর রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁর এক্স হ্যাণ্ডলে অভিনবকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

